সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণে প্রযুক্তি, জন অংশগ্রহণে জোর

এই সময়: আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ দিবস উপলক্ষে ২৪ জুলাই একটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেছিল 'নেচার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটি' (নিউজ়)। বর্ষীয়ান বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে এই সংগঠন বহু বছর ধরে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় কাজ করে চলেছে।

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। তিনি বলেন, 'সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ রক্ষা শুধু পরিবেশ নয়, উপকূলবর্তী মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গেও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই এই বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' বনমন্ত্রী আরও জানান, সরকারি সংস্থা, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সমন্বিত অংশিদারিত্ব গড়ে তুলেই সুন্দরবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক, পরিবেশবিজ্ঞানী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি এবং কর্পোরেট

কর্মশালায় বনমন্ত্রী, বন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক, পরিবেশবিজ্ঞানী-সহ অন্যরা —এই সময়

ক্ষেত্রের সদস্যরা। ওই সভায় প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন, জ্ঞান বিনিময় এবং যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভারতীয় সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ শাসনব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা চলে। শেষে চারটি বিষয়ভিত্তিক কর্মগোষ্ঠী ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় একাধিক সুপারিশ পেশ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত হলে সুন্দরবনের পরিবেশ সুরক্ষায় নতুন দিশা পাওয়া যাবে।

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী বলেন, 'সুন্দরবনের পরিবেশ অতি দ্রুত বদলাচ্ছে। অনেক বছর আগে থেকেই সুন্দরবন রক্ষায় নানা পদক্ষেপ করা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিত, ম্যানগ্রোভকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতে না-পারলে সুন্দরবনকে কোনও ভাবেই বাঁচানো যাবে না। তাই আমাদের সবার মাছের চোখ হওয়া উচিত ম্যানগ্রোভ রক্ষা।'